VOL. XLII
Part- II

ISSN: 0587-1646
February, 2021

अन्वीक्षा

ANVĪKṢĀ

RESEARCH JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF SANSKRIT
(REFEREED JOURNAL)

General Editor
Dr. Ashok Kumar Mahata

JADAVPUR UNIVERSITY, KOLKATA- 700 032

ISSN : 0587-1646

ANVĪKṢĀ

RESEARCH JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF SANSKRIT
(REFEREED JOURNAL)

VOL. XLII
Part-II

General Editor
Dr. Ashok Kumar Mahata

JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA - 700 032

February, 2021

CONTENTS
PART-II

1. मीमांसाकनये अपूर्वम् – एको विमर्शः
दिलीप-पण्डाः 1
2. Śrī-Lakṣmī: The Erratic Consort of Royal Power
Aditi Roy 8
3. Rasa and Vaiṣṇava Rasasāhitya Vis- à -Vis Rasaśāstra
Sebanti Sinha 34
4. চরকসংহিতায় সাংখ্যের প্রভাব : একটি সমীক্ষা
বিভাস মিস্ত্রী 43
5. किरणावल्यां परमाणुनिरवयवत्ववादः
प्रलयो व्यानार्जी: 50
6. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোকে প্রকৃতি ও পুরুষ
সুদীপ্তা হালদার মাইতি 54
7. न्यायवैशेषिकसम्मतं पदार्थस्वरूपम्
विश्वरूपघोषः 64
8. Mahābhārata's Polity — Rings True Today
Supriya Pal 68
9. মহাকবি কালিদাসের দৃশ্যকাব্য-সমূহে পরিবেশভাবনা
রাহুল দেব বিশ্বাস 83
10. হাস্যরসবিশ্লেষণাবসরেপঞ্চতন্ত্র : একটি সমীক্ষা
জুবিন ইয়াসমিন 89
11. জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরী অনুসারে অনুমানের শ্রেণীবিভাগ
মন্দিরা ঘোষ 94
12. Āhāra: An Ethical Study
Geetanjali Tripathy 113
13. न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थस्थितपञ्चमस्तवक ईश्वरस्थापनम्
देवश्री खांडा: 119
14. ভয়ঙ্কর রুদ্রের মঙ্গলময় শিবে রূপান্তরের ইতিহাস
ঐশী সাহা 124
15. বৈদিক ও বর্তমানের ভিত্তিতে দলিতচর্চা
কৌশিক সরকার 136
16. শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণ ও সাংখ্যকারিকার প্রকৃতি-ভাবনা : একটি তুলনাত্মক আলোচনা
মণিমালা মণ্ডল 146
17. महाभाष्योक्तलोकन्यायानां वर्त्तमानसमाजे प्रासङ्गिकता
स्वर्णलता पण्डा: 154
18. পাণিনির দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ : একটি সমীক্ষা
মানস কুমার ঘোষ 162
19. पाणिनीयव्याकरणे परिभाषापर्यालोचनम्
अरिन्दम-मण्डलः 174
20. Rethinking the Position and Embodiment of the Goddess in Hindu Religious Tradition:
A Study of Annadāmaṅgala and Sāvitrī
Mahua Bhattacharyya 180
21. পারিজাতহরণচম্পূতে দৃষ্ট শেষশ্রীকৃষ্ণের রচনাশৈলী সমীক্ষা
শ্রীময়ী ঘোষ 189

মহাকবি কালিদাসের দৃশ্যকাব্য-সমূহে পরিবেশভাবনা

রাহুল দেব বিশ্বাস

কালিদাস একজন মহাকবি। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের অবদান অবিস্মরণীয়। আমরা কালিদাসকে একটি যুগরূপে প্রতিপন্ন করতে পারি। কালিদাসের রচনাসমূহে যে উৎকর্ষ দেখা যায় তা অন্যান্য কবি-নাট্যকারদের ক্ষেত্রে কালিদাসের মত দেখা যায় না। কালিদাসের দৃশ্যকাব্যসমূহে যে বিষয়-নির্বাচন তা কখনও সামাজিক, কখনো পৌরাণিক কখনও বা ঐতিহাসিক রচনার সঙ্গে সম্পর্কিত। কালিদাসের নাট্যভাবনা নাটক-দর্শকদের এবং পাঠকদের চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁর দৃশ্যকাব্যসমূহের যে রচনাশৈলী তা সাধারণ পাঠককেও মুগ্ধ করে। উপমা অলঙ্কারে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন তাই কালিদাস শব্দালঙ্কার অপেক্ষা অর্থালঙ্কারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর শব্দচয়ন পদ্ধতি, অলঙ্কার প্রয়োগ, বিভিন্ন রীতি ও ছন্দের ব্যবহারে দৃশ্যকাব্যসমূহ অতি উজ্জ্বলভাবে আজও বিরাজ করছে। তাঁর প্রকৃতি ভাবনাও কাব্য-নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। কেবলমাত্র কাব্যিক সৌন্দর্য বিধান-ই নয়, তাঁর দৃশ্যকাব্যসমূহে প্রতিফলিত পরিবেশ-ভাবনাও পাঠকদেরও আকৃষ্ট করে।

জীবনধারণের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এই জীবনধারণের অধিকার বা বাঁচার অধিকার বলতে বোঝায় জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন, যার জন্য একান্ত প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশ। প্রাচীন ভারতবর্ষে পরিবেশ সংরক্ষণের চিন্তন সংস্কৃত সাহিত্যেও ছিল। পরিবেশকে রক্ষা করা মানবজীবনের জন্য খুবই প্রয়োজন। সে যুগে প্রকৃতির প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। প্রকৃতির অমূল্য দানকে মানুষ আন্তরিকতার সঙ্গেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পরিবেশ-সম্পর্কে আলোচনা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর সব দেশের স্কুল, কলেজে পরিবেশ একটি অন্যতম বিষয়। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও পরিবেশকে অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে 'পরিবেশ সংরক্ষণ'-প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। পরি – বিশ্ + ঘঞ্ – করে 'পরিবেশ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বেষ্টন বা পরিবৃতি, যা বেষ্টন করে আছে তাই পরিবেশ। আমাদের চারপাশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকারী এবং প্রভাব বিস্তারকারী সকল সজীব ও জড় পদার্থকে একত্রে পরিবেশ বলা হয়। জীবন হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে, সেই দায়িত্ব নৈতিকতার দায়িত্ব। এই দায়িত্বকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। আর এই জন্যই পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা।

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে এক বিশিষ্ট নাম। তিনি তিনটি নাটকের রচয়িতা। নাটকগুলি হল — মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল। আধুনিককালের পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের মতে

যে সমস্ত বিষয় নিয়ে পরিবেশ গঠিত হয় তাদের মধ্যে প্রধান হল — জল, বায়ু, আলো, গাছপালা এবং পশুপাখি প্রভৃতি। কালিদাসের নাটকগুলিতে পরিবেশ-ভাবনার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কালিদাস শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তিনখানি নাটক রচনা করে তিনি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছেন।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম শ্লোকে পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় —

ঐকৈশ্বর্য্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তা-সংমিশ্রদেহোঽপ্যবিষয়মনসাং যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভিবিপ্রতো নাভিমানঃ
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ।।[১]

অর্থাৎ যে পরমেশ্বর নিজে ব্যাঘ্রচর্মমাত্র পরিধান করে কাটান, অর্ধনারীশ্বরমূর্তি সম্পন্ন হয়েও স্বয়ং জিতেন্দ্রিয়তম এবং যিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য এবং যজমান - এই অষ্টমূর্তিদ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করলেও অভিমানের লেশমাত্র যাতে নেই, সেই মঙ্গলময় মহাদেব পদার্থের সদ্ গুণ দর্শনের জন্য, মনের যত কিছু কুবুদ্ধি, যত কিছু অজ্ঞান তা দূর করেন।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে রাজা অগ্নিমিত্র বসন্তের আগমনে ও প্রভাবে শিহরিত —

অভিজাতঃ খলু বসন্তঃ সখে।[২]

রাজা মনে করছেন বসন্ত যেন কোকিল-কূজনের দ্বারা জিজ্ঞাসা করছে যে, তিনি কন্দর্পযাতনা সহ্য করতে পারছেন কি না ? আর আম্রমুকুলের সৌরভে মলয়-সমীরণের ছোঁয়ায় স্বয়ং মাধব যেন তাকে সুশীতল করছেন —

উন্মত্তানাং শ্রবণসুভগঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং
সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।
অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভির্দক্ষিণো মারুতো মে
সান্দ্রস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন।।[৩]

রাজা মালবিকাকে তৃতীয় অঙ্কে বসন্তকালের স্বল্পকুসুমযুক্ত, পরিপক্ক, পাণ্ডবর্ণ, কুন্দলতার সঙ্গে তুলনা করেছেন —

মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা।[৪]

এই অঙ্কে দেখা যায় যে রাজা নিজেকে পিপাসা কাতর পথিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে পথিক নিকটবর্তী জলাশয়ের সন্ধান পেয়ে আনন্দিত হয়। বিদূষককে সারসের সঙ্গে তুলনা করেছেন —

তরুবৃতাং পথিকস্য জলার্থিনঃ সরিতমারসিতাদিব সারসাৎ।৫

বিক্রমোর্বশীয় নাটকে পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা স্থান পেয়েছে। প্রথম অঙ্কে উর্বশীকে রাজা চন্দ্রের উদয়ে তমসা দূর হওয়া রাত্রি, সন্ধ্যাকালীন যজ্ঞীয় অগ্নি, স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করেছেন —

আবির্ভূতে শশিনি তমসা মুচ্যমানেব রাত্রি-
র্নৈশস্যার্চিহুতভুজ ইব ছিন্নভূয়িষ্ঠধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুক্তকল্পা
গঙ্গারোধপতনকলুষা গৃহ্নতীব প্রসাদম্।।[৬]

এই নাটকে নাট্যকারের ভাবনায় গাছপালা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নাট্যকার কালিদাস বসন্তের শোভার সঙ্গে উর্বশীকে এবং লতার সঙ্গে সখীদের তুলনা করেছেন —

যাবৎ পুনরিয়ং সুভ্রুরুৎসুকাভিঃ সমুৎসুকা।
সখীভির্যাতি সম্পর্কং লতাভিঃ শ্রীরিরাতবী।।[৭]

দ্বিতীয় অঙ্কে বৈতালিকের সঙ্গীতে রাজাকে তুলনা করা হয়েছে সূর্যের সঙ্গে। যে সূর্য জনগণের উপকারের জন্য তমসাকে দূর করে —

আলোকান্তাৎ প্রতিহততমোবৃত্তিরাসাং প্রজানাং
তুল্যোদ্যোগস্তব দিনকৃতশ্চাধিকারো মতো নঃ।৮

চতুর্থ অঙ্কে রাজা পুরূরবা প্রিয়াকে খুঁজে ফিরেছেন। তিনি বর্ষণকারী মেঘকে দেখে মনে করেছেন প্রিয়তমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় কোনও দুরাত্মা রাক্ষস বৃষ্টিরূপ বাণনিক্ষেপ করছে। ভাল করে বুঝেছেন আসলে তা মেঘ, কোনও রাক্ষস নয়। মেঘে আছে রামধনু, যুদ্ধের ধনু নয়। মেঘ থেকে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি, মেঘের মধ্যে আছে তড়িত্, উর্বশী নয় —

নবজলধরঃ সন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ
সুরধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন নাম শরাসনম্।
অয়মপি পটুধারাসারো ন বাণপরম্পরা
কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎপ্রিয়া ন মমোর্বশী।।[৯]

এই অঙ্কে রাজা উর্বশীর বিরহে কদলী গাছের জলগর্ভ ফুলে প্রিয়ার খোঁজ করেছেন —

আরক্তরাজিভিরিয়ং কুসুমৈর্নবকন্দলী সলিলগর্ভৈঃ।
কোপাদস্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ।।[১০]

অভিজ্ঞানশকুন্তল কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। অভিজ্ঞানশকুন্তল রচনার পূর্বে কালিদাস বিক্রমোর্বশীয় ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক দুখানি রচনা করেন। এই নাটকে পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ রয়েছে। নাট্যকার কালিদাসের পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমেই নান্দী শ্লোকে অষ্টমূর্তিধর শিবের উল্লেখ রয়েছে। সেই মূর্তিগুলি হল — ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য ও যজমান। এগুলি সবই পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রকৃতি কবি কালিদাস। এই নাটকে উদ্ভিদ জগতের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কণ্বমুনির আশ্রমে সুশোভিত হয়েছে গাছ, লতা প্রভৃতি। গাছপালা দেখাশোনার ভার শকুন্তলা ও তার দুই প্রিয় সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার উপরে। প্রথমাঙ্কে রাজা মনে করেছেন শকুন্তলাকে জল দেওয়ার কাজে নিযুক্ত দেখে মহর্ষি কণ্ব নিশ্চিতরূপে নীল পদ্মের পাপড়ির প্রান্তভাগ দিয়ে শমীবৃক্ষের শাখা ছেদন করতে চাইছেন —

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ
তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি !
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি।।[১১]

এই অঙ্কেই শকুন্তলাকে রাজা দুষ্যন্ত দেখেছেন পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থায়। অপরূপা লাবণ্যময়ী শকুন্তলা প্রকৃতি কন্যা। অপরূপার পরিধানে বল্কল। এই বল্কল প্রকৃতি পরিবেশের দান। পদ্মফুল শৈবালের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও রমণীয় হয়, চন্দ্রের কলঙ্ক মলিন হলেও তা চন্দ্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এই তন্বী শকুন্তলা বল্কলবসন পরিহিতা হলেও অধিক সুন্দরী মনে হয় —

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।।[১২]

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে পশু-পাখী ও মানুষের মধ্যে একটা গভীর সেতুবন্ধন আছে। নাটকের শুরুতে বৈখানস মুনি রাজা দুষ্যন্তকে মৃগহত্যা করতে নিষেধ করে বলেছেন — 'রাজা, এইটি আশ্রমের মৃগ, একে হত্যা করবেন না'। মৃগের পেলব দেহ এই বাণ পুষ্পরাশিতে আগুনের মতো কখনও নিক্ষেপ করবেন না। কোথায় মৃগশিশুর অত্যন্ত চঞ্চল প্রাণ, আর কোথায় বা আপনার শাণিত অগ্রভাগ বজ্রের মত দারুণ বাণ —

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলম্
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।।[১৩]

চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার সময় পবনের আনুকূল্য কামনা করেছেন মহর্ষি কণ্ব —

শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।[১৪]

পঞ্চম অঙ্কে বৈতালিক রাজার কাজকে গাছের ধর্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বৃক্ষ নিজের মস্তকে প্রচণ্ড সূর্যের তাপ সহ্য করে, কিন্তু তার ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া আশ্রিতদের তাপ দূরীভূত করে —

অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্।।[১৫]

নাটকের সপ্তম অঙ্কে অর্থাৎ অন্তিম অঙ্কে অপূর্ব দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মহারাজ দুষ্যন্তের পুত্র সর্বদমন একটি সিংহ শিশুর কেশর টেনে ধরে খেলা করছে —

অর্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দক্লিষ্টকেসরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি।।[১৬]

প্রকৃতির কবি কালিদাস বোঝাতে চেয়েছেন হিংস্র পশুও পরিবেশের অঙ্গ। পরিবেশের ধারক ও বাহক। হিংস্র পশুমাত্রই ক্ষতিকারক নয়। কোনও কোনও সময় তারা বশীভূত হয়। এখানে কালিদাসের

পরিবেশ ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

লোকজীবনের সঙ্গে কালিদাসের দৃশ্যকাব্যসমূহের যে প্রতিফলন তা প্রত্যেক পাঠকের কাছে তাদের চিত্তবৃত্তির প্রতিফলন-ই লক্ষিত হয়। মানুষের জীবনের সাথে সংযোগবিধানকারী কবি তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার মাধ্যমে যে দৃশ্যকাব্যগুলি রচনা করেছেন তার মূল্যায়ন করা আমাদের সাধ্যের অতীত হলেও তা পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আদৃত। কালিদাসের দৃশ্যকাব্যে আমরা উন্মুক্ত পরিবেশের সৌন্দর্য পেয়ে থাকি। পরিবেশের বিশুদ্ধতা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশের মাধুর্য কালিদাসের দৃশ্যকাব্যে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ভাবেই মহাকবি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে জীবনের সংযোগের বর্ণনার মাধ্যমেই পরিবেশ সচেতনতার দিকগুলি দৃশ্যকাব্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উল্লেখপঞ্জি :

১. মালবিকাগ্নিমিত্র, ১/১।
২. তদেব, ৩/।
৩. তদেব, ৩/৪।
৪. তদেব, ৩/৮।
৫. তদেব, ৩/৬।
৬. বিক্রমোর্বশীয়, ১/৭।
৭. তদেব, ১/১২।
৮. তদেব, ২/১।
৯. তদেব, ৪/৯।
১০. তদেব, ৪/৫।
১১. অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১/১৭।
১২. তদেব, ১/১৮।
১৩. তদেব, ১/১০।
১৪. তদেব, ৪/১১।
১৫. তদেব, ৫/৭।
১৬. তদেব, ৭/১৪।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি :

কালিদাস। *অভিজ্ঞানশকুন্তল*। সম্পা. অনিল চন্দ্র বসু। কলিকাতাঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩।

ঘোষ, বিদ্যুৎবরণ। *সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেতনতা*। কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬।

পাল, গৌতম। *পরিবেশ ও দূষণ*। কলিকাতাঃ দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০০।

বসু, রথীন্দ্রনারায়ণ। *পরিবেশ*। কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ। *পরিবেশ ভাবনায় সংস্কৃত সাহিত্য*। কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৫।

ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ*। কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা।

রাজেন্দ্রনাথ-বিদ্যাভূষণ। *কালিদাস গ্রন্থাবলী*। ভাগ- প্রথম, তৃতীয়। কলিকাতাঃ বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০১৫।

শ, রামেশ্বর। *সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন*। কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ২০১৭।

শাস্ত্রী, গৌরীনাথ (প্রধান উপদেষ্টা)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*। খণ্ড - ২, ১১, ১২। কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ২০১৫, ২০১৪, ২০১৪।